

Creation vs Evolution? - AIG.org

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: কেনো কিতাবুল মোকাদ্দস বিজ্ঞানভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেনা, যেখানে ইসলাম আধুনিক বিজ্ঞানকে সমর্থন করে?

উত্তর: শুধুমাত্র, কিতাবুল মোকাদ্দাস হলো সত্য, যেটি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হতে প্রকাশিত কালাম। নিচের আলোচনা কালামের নিগূরতত্ত্ব বুজতে সাহায্য করবে।

অতি সাধারণ সত্য প্রশ্ন: **আপনি কি সেখানে ছিলেন?**

সঠিক বিজ্ঞান **মাপযোগ্য, অনুমেয়, পুনঃগণনাযোগ্য!** ঐ সঠিক বিজ্ঞানের মাপকাঠির বাইরে অন্য সবকিছুই **নিছক অনুমান মাত্র**, যা কেবল তত্ত্ব এবং মানুষের সৃষ্ট মিথ্যা অনুমান দ্বারা মোকাবেলা করা যেতে পারে।

যখন তিনি **জড়বস্তু, সময় এবং স্থান সৃষ্টি** করেছিলেন **আল্লাহ একাই সেখানে ছিলেন**। সৃষ্টির ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই নির্ভুল কথা বলতে পারেন। মানুষ তাদের নিবুদ্ধিতায় তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টিকে "ব্যাখ্যা" করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধ চিন্তার পক্ষে সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং শক্তিকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

কিতাবুল মোকাদ্দাসে বর্ণিত আল্লাহর প্রত্যাদেশ ব্যতীত দর্শনের যে কোনও পদ্ধতি বা যে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস যা নিখিল দুনিয়ার অসীম-অজ্ঞাত-উৎসকে জানার এবং বোঝার ঘোষণা দেয়, তা একেবারে ক্রটিপূর্ণ এবং অহংকারপূর্ণ।

মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি হল যদি কেউ আল্লাহর সৃষ্টির বিবরণে ঈমান না আনেন, তাহলে এটি গোটা কিতাবুল মোকাদ্দাসকে হালকা করে! পয়দায়েশ ১-১১ সিপারা আমাদের অনেক মৌলিক সত্য দেয়। তার মধ্যে কয়েকটি হল: সৃষ্টির বিবরণ, মানুষকে আল্লাহর ছুঁতে সৃষ্টি করা হয়েছে, পৃথিবীতে গুনাহ প্রবেশের **আগে** মৃত্যু এবং মৃত্যুর অবস্থা **আসতে পারে না, আমাদের একজন নাজাতদাতা দরকার**, বিয়ে কেবল ১ জন পুরুষ / ১ জন নারীর মধ্যে হয়, মাত্র দুটিই জেভার রয়েছে, নৈতিক নিরঙ্কুশ রয়েছে, দুনিয়াব্যাপী বন্যা হয়েছিল, বাবিল প্রাচীরে মানুষজন তাদের নিজস্ব ধর্ম এবং আল্লাহের পথ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছিল ... **এমনকি গুনাহ আসার আগ পর্যন্ত** কোন মৃত্যু বা মৃত্যুবরণ না করার কারণে সমস্ত মানুষ মাংসভোজী ছিল না। জলপ্লাবনের পরে আল্লাহ বলেছিলেন যে মানবজাতি মাংস খেতে পারে (পয়দায়েশ ৯: ৩-৬)।

আমরা যদি কিতাবুল মোকাদ্দাসে বর্ণিত আল্লাহর লিপিবদ্ধ কোন বিবরণকে অবিশ্বাস করি (আদিপুস্তক ১-১১ হল সত্য ও কিতাবের অনুপ্রেরণার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ), তাহলে আমাদের এই দুঃখজনক ভয় থেকে যায়: "আমি কিভাবে জানতে পারি যে **কিতাবুল মোকাদ্দাসের কোন অংশটি সত্য বা সত্য নয়**"? আমরা আল্লাহ বা তাঁর কালামের বিচার না করি, কেননা তিনি আমাদের বিচার করেন।

সত্যিই, এটি আল্লাহর আগাপে প্রেমের একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। তিনি আমাদেরকে তাঁকে জানতে এবং তাঁর সাথে সহভাগিতা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, তবুও, অবাধ্যতার মাধ্যমে গুনাহকে দুনিয়ায় আসার অনুমতি দিয়েছেন এবং তারপর তাঁর নিজের দুঃখভোগ ও কোরবানির মাধ্যমে আমাদের মুক্ত করেছেন। **এটাই সর্বকালের সেরা প্রেমের গল্প!**

আমরা কৃতজ্ঞ যে আমাদের কাছে সত্য রয়েছে, কেননা আল্লাহ সত্য। তাঁর কালাম সত্য। তিনি দয়াকরে তাঁর কালাম প্রকাশ করলেন যেন আমরা জানতে পারি যে ঈসার মধ্য দিয়েই আখেরী জীবন পেতে পারি। আমরা আপ্লুত, কেননা আমরা মানি আল্লাহর কালাম অপরিবর্তনীয়, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, অন্যথায় আমরা আমাদের বিশ্বাসের অস্থিতি এবং ভয়ে জীবন কাটাচ্ছি।

অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রিয় সৃষ্টিতত্ত্বের সাইট AIG.org দেখুন। এবং পয়দায়েশ এ বর্ণিত নিম্নোক্ত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন। AIG.org - <https://answersingenesis.org/creation/>

আমাদের সমস্ত ভালোবাসায়,

মসিহতে,

জন + ফিলিস + বন্ধুরা@WasItForMe.com

সৃষ্টি বনাম বিবর্তন -

সৃষ্টি আল্লাহর আখেরি শক্তি এবং ঐশ্বরিক প্রকৃতির সাথে কথা বলে। জবুর শরিফের গজল রচয়িতা দাউদ লিখেছেন, আসমান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করছে, আর আকাশ তুলে ধরছে তাঁর হাতের কাজ। (জবুর ১৯:১)

আল্লাহর জান্নাত ও জাহান্নাম পয়দার একটি বিবরণ পয়দায়েশ ১ এবং ২ সিপারায় দেওয়া হয়েছে, যা সৃষ্টির ছয় দিনকে কভার করে।

কিতাব অনুসারে, আল্লাহ "আকাশমন্ডল ও দুনিয়া" সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছিলেন এবং ছয় দিনে কাজ করেছিলেন, প্রায় ৬,০০০ বছর আগে (প্রায় ৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। পয়দায়েশ ১ এর প্রেক্ষাপট, সেইসাথে কিতাবুল মোকাদ্দাসের অন্যান্য স্থানগুলি এটি স্পষ্ট করে যে এই দিনগুলি ছিল সাধারণ, ২৪-ঘন্টার দিন। আল্লাহর আদি সৃষ্টি নিখুঁত ছিল, কোন মৃত্যু বা কষ্ট ছিল না। সৃষ্টি বিবর্তন এবং অবিশ্বাসী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু, কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে সমর্থন করে।

কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি কি?

কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি আল্লাহর কালামের উপর ভিত্তি করে হয়েছে যেখানে আল্লাহ নিখিল দুনিয়া এবং এর মধ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। যেমন পয়দায়েশ এ বর্ণিত হয়েছে, (পয়দায়েশ ১:১-২:৩ হল নির্দিষ্ট সৃষ্টি সপ্তাহ যদিও সাধারণভাবে সৃষ্টি বলতে পয়দায়েশ ১-১১ বুঝায়)। স্রষ্টার কোন বস্তু, প্রচুর সময়, শক্তি বা অন্য কিছুর প্রয়োজন ছিল না। তিনি প্রায় ছয় হাজার বছর আগে ছয়টি আক্ষরিক স্বাভাবিক মাপের দিনে সবকিছুই সৃষ্টি করেছিলেন।

দুনিয়া বহু বিলিয়ন বছর ধরে একটি বর্ধিত, প্রাকৃতিক এবং সুযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি এই বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি কিতাবুল মোকাদ্দাসকে আল্লাহর প্রকৃত সৃষ্টির ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ধারণ করে যেহেতু শুরুতে যা ঘটেছিল তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছিলেন।

উপরন্তু, কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টিবাদীরা কিতাবুল মোকাদ্দাস বা পয়দায়েশ বইকে পৌরাণিক বা রূপক দলিল হিসেবে দেখেন না। পরিবর্তে, কিতাবুল মোকাদ্দাসকে সঠিকভাবে একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তা রেকর্ড করে এবং এটিই একমাত্র সত্য এবং বাস্তব ইতিহাস।

কিতাবুল মোকাদ্দাস সৃষ্টির শিক্ষা দেয়

কিতাবুল মোকাদ্দাস বলে যে আল্লাহ নিখিল দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। পুরাতন এবং নতুন উভয় নিয়মের একাধিক আয়াতে, এটা স্পষ্ট যা কিছুর সৃষ্টি করা হয়েছে তা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এখানে একটি ছোট তালিকা রয়েছে (**জোর যোগ করা হয়েছে**):

- সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন। (পয়দায়েশ ১:১)
- মাবুদ ছয় দিনে আসমান, জমীন, সমুদ্র এবং সেগুলোর মধ্যকার সব কিছু তৈরী করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে সেই কাজ আর করেন নি। সেইজন্য তিনি এই বিশ্রাম দিনটাকে দোয়া করে পবিত্র করেছিলেন। (হিজরত ২০:১১)
- কেবল তুমিই মাবুদ। তুমিই আকাশ, মহাকাশ ও তার মধ্যকার সব কিছু, দুনিয়া ও তার উপরকার সব কিছু এবং সাগর ও তার মধ্যকার সব কিছু তৈরী করেছ। তুমিই সকলের প্রাণ দিয়েছ এবং বেহেশতের সকলেই তোমার এবাদত করে। (নহিমিয়া ৯:৬)
- প্রথমেই কালাম ছিলেন, কালাম আল্লাহর সংগে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহর সংগে ছিলেন। সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি। (ইউহালা ১:১-৩)
- কারণ আসমান ও জমীনে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আসমানে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (কলসীয় ১:১৬)
- “আমাদের মাবুদ ও আল্লাহ, তুমি প্রশংসা, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে।” (প্রকাশিত কালাম ৪:১১)

কিতাবুল মোকাদ্দাসের প্রকাশ হল এই দুনিয়াকে বুজতে পারার চাবিকাঠি। দুনিয়া কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা সহ। বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি অনেকগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা হয়, যার প্রতিটিই কিতাবুল মোকাদ্দাসের অনুমানের উল্টো। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দাস হল নিখিল দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে তথ্যের মৌলিক, অপরিবর্তনীয় উৎস।

কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টির মৌলিক ধারণা:

কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি কালামের পরম কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। বেশ কিছু কিতাবের অনুমান বিবর্তনীয় এবং প্রকৃতিবাদী বিশ্বাসের বিপরীতে, প্রতিযোগী ধর্মীয় উৎসের বর্ণনা করে কিতাবের সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত:

- কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বিদ্যমান।
- সমগ্র নিখিল দুনিয়া, জান্নাত, রুহানি প্রাণীদের সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে সমস্ত জীবন সৃষ্টির মাধ্যমে পয়দা হয়েছে।
- আল্লাহ প্রায় ২৪ ঘন্টার ছয়টি সাধারণ মাপের দিনে সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহ পূর্বে বিদ্যমান কোনো বস্তুর ব্যবহার ছাড়াই সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন।
- আল্লাহর সৃজনশীল কাজগুলোর কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায় না; তারা উপরের সীমার অধীন নয়।
- কিতাবুল মোকাদ্দাস জানায় যে জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে।
- কিতাবুল মোকাদ্দাস জানায় যে কিতাবুল মোকাদ্দাসের আল্লাহ সমস্ত কিছুর নকশাকার।

- পয়দায়েশ ১:১ অনুসারে সময়ের একটি নির্দিষ্ট শুরু রয়েছে।
- এটি অতীত বর্তমানের চাবিকাঠি।
- মৃত্যু হল প্রথম মানব দম্পতির গুনাহের ফল।
- মানুষের গুনাহে সৃষ্টি বিরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।
- পৃথিবীর ভূত্বকের বর্তমান ভূতাত্ত্বিক কাঠামো নূহের বন্যার তথ্য ছাড়া সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।
- জীবন জড় বস্তু থেকে আসে না।
- জীবন্ত প্রাণীর সৃষ্টি (প্রকৃত ধরন) সৃষ্টির সপ্তাহে সম্পন্ন হয়েছিল। সৃষ্ট ধরণের মধ্যে প্রজাতি এবং তারতম্য সৃষ্টির পর থেকে চলমান রয়েছে।

আল্লাহ নিখিল দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন

কিতাবুল মোকাদ্দাসের প্রথম আয়াত আমাদের বলে, "প্রথমে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন" (পয়দায়েশ ১:১)। অন্য কোনো সত্তা পৃথিবী সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ পয়দায়েশের প্রথম অধ্যায়ে দুনিয়ায় তার মালিকানার দলিল রেখেছিলেন।

- আল্লাহর মহিমাশিত্ব হাতের কাজ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তাতে দেখা যায় (জবুর ১৯:১) যদিও সৃষ্টি এবং প্রাণীকুল অভিষেপের মধ্যে ভুগছে। তিনি প্রায় ২৪০,০০০ মাইল দূরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার জন্য চাঁদ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সূর্যকে পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ১০০ গুণ বড় করেছেন। তিনি নক্ষত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন, সবচেয়ে কাছের আলফা সেন্টোরি, যা আমাদের গ্রহ থেকে ২৫ ট্রিলিয়ন মাইল দূরে। এবং তিনি আমাদের গ্যালাক্সি সৃষ্টি করেছেন যাতে ১০০ বিলিয়নেরও বেশি তারা, নীহারিকা এবং তারা ক্লাস্টার রয়েছে। এবং এটি এমনকি তারার অন্যান্য শত শত কোটি গ্যালাক্সির কথাও বিবেচনা করে না। নিখিল দুনিয়ার বিশালতা অকল্পনীয় এবং আল্লাহ এর সব সৃষ্টি করেছেন।

পয়দায়েশ এর ছয় দিনে সৃষ্টি

আল্লাহ সমগ্র নিখিল দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, যার মধ্যে মূল গাছপালা, প্রাণী এবং প্রথম দুই মানুষ (আদম এবং হাওয়া) ছয়টি আক্ষরিক ২৪-ঘন্টা দিনে - বিলিয়ন বছরের বেশি নয়। পয়দায়েশ ১-এর ছয় দিনের ক্ষেত্রে, পয়দায়েশ ১-এ দিন শব্দটি ২৪-ঘন্টার দিনকে বোঝায়। প্রতিবার দিন শব্দটি "সন্ধ্যা এবং সকাল" বা "ষষ্ঠ দিন" এর মতো একটি সংখ্যার সাথে প্রকাশিত হয়, এটি ২৪-ঘন্টার দিনকে বোঝায়। সাম্প্রতিক ছয় দিনের সৃষ্টিতে বিশ্বাস করতে লজ্জিত হওয়ার কোনো কিতাবুল মোকাদ্দাসের বা বৈজ্ঞানিক কারণ নেই। আল্লাহ স্পষ্ট ও সত্য কথা বলেছেন।

সৃষ্টি বিষয়ক শঙ্কলা

অনেক খ্রিস্টান মনে করেন যে আমরা যদি সৃষ্টির প্রত্যেক দিনকে রূপক হিসাবে নিই, তাহলে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দাসকে প্রকৃতিবাদ/বিবর্তনবাদ/মানবতাবাদের পৌত্তলিক ধর্মের সাথে মিলাতে পারি এছাড়াও বিগ ব্যাং ও একটি খুব পুরানো পৃথিবীর মতো বিবর্তনীয় ধারণাগুলির সাথে এটি মিশাতে পারি। তবে এটি শুধুমাত্র তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় যারা পয়দায়েশ অনুসারে ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা অস্বীকার করে এবং বিবর্তনীয় মডেল অনুসারে ঘটনাগুলির ধারাবাহিকতা ক্রয় করে।

সামঞ্জস্যের এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করার ভাল কারণ রয়েছে: বিগ ব্যাং কসমোলজি আল্লাহর কালামের স্পষ্ট শিক্ষার বিরোধিতা করে যা কিতাবের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে ছোট করে এবং এটি ঘোষণা করা সুসমাচারকে ছেঁটে ফেলে। বিগ ব্যাং এর সাথেও অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যা রয়েছে।

ঈমান বনাম বিজ্ঞান?

সৃষ্টি বা বিবর্তনে বিশ্বাস করতে হলে ঈমানের প্রয়োজন। উভয় দৃষ্টিভঙ্গির অনুগামীরা একটি অপূরণীয় অতীত সম্পর্কে দাবি করে যা মানুষ পর্যবেক্ষণ করেননি। যদিও সৃষ্টিবাদীদের কাছে আল্লাহর (এবং তাঁর কালাম) ব্যবহার করার সুবিধা রয়েছে, যিনি সমস্ত কিছু জানেন, সর্বদা সেখানে ছিলেন, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সর্বশক্তিমান এবং তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। এই কারণেই সৃষ্টি এবং বিবর্তনের উভয় মডেলই আমরা আল্লাহর কালাম পাঠ করি এবং তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য আজ বিজ্ঞান ব্যবহার করে ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের বিভাগের অধীনে প্রতিযোগিতা করে।

ঐতিহাসিক (যেমন, উৎপত্তি) অপারেশনাল বিজ্ঞান (অর্থাৎ, পর্যবেক্ষণযোগ্য, পুনরাবৃত্তিযোগ্য) থেকে বিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে আলাদা, যা কম্পিউটার তৈরি করতে, ভ্যাকসিন তৈরি করতে বা চাঁদে পুরুষদের পাঠাত ব্যবহৃত হয়। কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টিবাদী এবং বিবর্তনবাদীরা উভয়ই ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের ডেরার মধ্যে দৃঢ়ভাবে অতীত সম্পর্কে তাদের নিজস্ব বিশ্বাসের (প্রারম্ভিক পয়েন্ট) উপর ভিত্তি করে উৎসের প্রমাণ ব্যাখ্যা করে।

সৃষ্টি বনাম বিবর্তন

বর্তমানে কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল বিবর্তনীয় ধারণা। বিবর্তনের ধারণা (অর্থাৎ, জৈবিক বিবর্তন), বিগ ব্যাং (অর্থাৎ, মহাজাগতিক এবং জ্যোতির্বিদ্যাগত বিবর্তন), অ্যাভায়োপয়দায়েশ (রাসায়নিক বিবর্তন), এবং লক্ষ লক্ষ বছর (ভূতাত্ত্বিক বিবর্তন) কিতাবুল মোকাদ্দাসের সাথে খাপ খায় না কারণ এটি ধর্মের মধ্যে নিহিত। ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ (মানুষের কথা) - এমন একটি ধর্ম যা আল্লাহ ছাড়া দুনিয়াকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। নিচের এই চারটি কিতাবুল মোকাদ্দাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টি এবং বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্যকে রূপরেখা দেয়।

• আল্লাহ ছাড়া দুনিয়া অর্থপূর্ণ হয় না

- সঠিক বা ভুল বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যদি মানুষ শুধু রাসায়নিকের পুনর্বিদ্যায়ন করে থাকে। স্রষ্টা হিসাবে, শরিয়ত তৈরি করার অধিকার আল্লাহর আছে।
- কিতাবুল মোকাদ্দাসের আল্লাহ নিজেই অস্বীকার করতে পারেন না (২ তিমথি ২:১৩), যা অ-দ্বন্দ্বের শরিয়তের ভিত্তি।

একজন যৌক্তিক এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, এবং এই কারণেই আমরা যুক্তি এবং জ্ঞান বুঝতে পারি এবং শিখতে পারি যে কীভাবে একজন যৌক্তিক আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে সমর্থন করেন। একটি যৌক্তিক আল্লাহ আমাদের ইন্দ্রিয় তৈরি করেছেন, তাই তারা কিতাবুল মোকাদ্দাসের বিশ্বদর্শনে নির্ভরযোগ্য। অবশ্যই, পাপ এবং অভিশাপের কারণে,

মানুষ কখনও কখনও যৌক্তিক ভুল করে, জ্ঞানের সমস্যা হয় এবং আরও অনেক কিছু হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর কালাম, যিনি স্বয়ং আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে আসে, সর্বদা সঠিক এবং সেই মানদণ্ড যার দ্বারা আমরা সমস্ত বিষয় বিচার করতে পারি। যদি নিখিল দুনিয়া কিছুই থেকে আসে এবং এর কোন অর্থ না থাকে, তাহলে নিখিল দুনিয়া এলোমেলো এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল হলে যুক্তিবিদ্যার নিয়ম এবং বিজ্ঞানের নিয়ম কেন বিদ্যমান?

- বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে জিনিসগুলি অতীতে যেভাবে ছিল সেভাবে কাজ করতে থাকবে। কিন্তু কেন? একটি নিখিল দুনিয়ায় যেখানে কোনও শরিয়ত ছিল না এবং তারপরে কিছু আইন ছিল যা পরিবর্তিত হয়েছিল (অর্থাৎ, বিগ ব্যাং-এর সময়), কেন ধরুন প্রকৃতির নিয়ম আগামীকাল বদলাবে না? কেন প্রকৃতির নিয়ম বিদ্যমান যদি নিখিল দুনিয়া এলোমেলো এবং প্রথম স্থানে প্রবাহিত হয়? বাস্তবে, ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্ব কিতাবুল মোকাদ্দাসের অনুমানগুলি ধার করে এবং সাধারণত এটি উপলব্ধি করে না।

উপসংহার: কেন বাইবেলের সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ

কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি এর অন্তর্ভুক্ত সবকিছুর জন্য। যদি কেউ কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টিকে অস্বীকার করে, তারা আসলে একই সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে প্রত্যাখ্যান করে। পয়দায়েশের শুরুর অধ্যায় এবং সম্পর্কিত সৃষ্টি অনুচ্ছেদগুলি সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাবুল মোকাদ্দাসের সত্য শেখায়।

- আল্লাহর নিখিল দুনিয়ার সবকিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা। (পয়দায়েশ ১:১)
 - সূর্য এবং নক্ষত্র সহ সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী সংস্থার সৃষ্টি (পয়দায়েশ ১:১৪-১৯)
 - আল্লাহর ধার্মিকতা তিনি যা কিছু করেছেন তাকে "খুব ভালো" বলে ঘোষণা করেছেন (পয়দায়েশ ১:৩১)
 - ছয় দিনে একটি যৌক্তিক ক্রমানুসারে সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহর আদেশ (পয়দায়েশ ১:৩-৩১)
 - পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি (পয়দায়েশ ১:২০-২৫)
 - আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন (পয়দায়েশ ১:২৬-২৭)
 - গুনাহের মাধ্যমে মৃত্যুর উৎপত্তি (রোমিয় ৫:১২)
 - গুনাহের কারণে দুনিয়ায় দুঃখভোগ (রোমিয় ৮:২০-২২)
 - তাঁর পুত্রের মাধ্যমে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর পরিকল্পনার পূর্বাভাস (পয়দায়েশ ৩:১৫)
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, একটি কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টি প্রভু ঈসার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল: "কিন্তু সৃষ্টির শুরু থেকে, আল্লাহ 'তাদেরকে পুরুষ ও নারী বানিয়েছেন'" (মার্ক ১০:১৬)।

ঈসা শিখিয়েছিলেন যে আদম এবং হাওয়াকে "সৃষ্টির শুরুতে" তৈরি করা হয়েছিল, শুরুর বিলিয়ন বছর পরে নয়। যদি মহাবিশ্বের বয়স কোটি কোটি বছর হয়, তাহলে ঈসার বক্তব্য মিথ্যা ছিল। কিন্তু ঈসা মিথ্যা বলেননি। তিনি সৃষ্টিকে নিশ্চিত করেছেন, সৃষ্টি থেকে যুক্তি দিয়েছেন এবং একটি কিতাবুল মোকাদ্দাসের সৃষ্টির সত্যতা শিক্ষা দিয়েছেন।

Genesis , AIG.org-এর উত্তর থেকে উদ্ধৃতাংশ - <https://answersingenesis.org/creation>